সংবাদ

তারিখ ... 12 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬

নেতাকর্মীদের অভিযোগ

ছাত্রলীগে সংঘর্ষ ছড়াচ্ছে অনুপ্রবেশকারীরা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ছাত্রলীগে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছাত্রদল ও শিবির কর্মীদের। দুর্বল নেতৃত্বের কারণেই তারা ছাত্রলীগে ঢুকে সংঘর্ষ ছড়াচ্ছে। ছাত্রলীগকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে হলে অনুপ্রবেশকারী কর্মীদের চিহ্নিত করে দল থেকে বিতাড়িত করতে হবে। চালাতে হবে শুদ্ধি অভিযান। এসব মতামত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের।

নেতাকর্মীদের অভিযোগ, নিজেদের গ্রুপ ভারি করতে ছাত্রলীগের অনেক কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ছাত্রদল ও শিবির কর্মীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তারা চিহ্নিত ছাত্রদল ক্যাডারদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। জোট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মারধর করেছে এমন ছাত্রদল ক্যাডাররাই এখন কট্টর ছাত্রলীগ কর্মী। ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডাররা নিজেদের ও দলের অস্তিত্বের কথা ভেবে ছাত্রলীগের ভেতর ঘাটতি মেরে আছে। কেউ কেউ ছাত্রলীগ নেতার প্রভাবে প্রভাব খাটাচ্ছেন। এতে ক্ষুব্ধ মাঠ পর্যায়ের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের পর পর অনেক ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডার ভোল পাল্টে ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। দল ভারি করতে ছাত্রলীগ নেতারাও তাদের সানন্দে গ্রহণ করেছে। এরাই এখন বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটাচ্ছে। নির্বাচনের ২ দিন পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে দু'গ্রুপের মধ্যে রাতভর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল ছাত্রদল ক্যাডার সালমান ও কামালসহ ১০/১২ জন।

নেতাকর্মীদের ছড়াচ্ছে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

ছড়াচ্ছে : সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মতে, যারা দীর্ঘ ৭/৮ বছর মাঠে থেকে ছাত্রলীগের রাজনীতি করে এসেছে তারা মেনে নিতে পারেনি ছাত্রদল ক্যাডারদের এসব কর্মকাণ্ড। আর তাতেই বারবার ঘটেছে সংঘর্ষের মতো ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে হুশিয়ারি উচ্চারণ করলেও ছাত্রলীগে, ছাত্রদল ও শিবির ক্যাডারদের অনুপ্রবেশ থেমে নেই।

কিন্তু ছাত্রলীগের এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা। তিনি বলেন, বেশ কিছু ঘটনায় জড়িত কর্মীদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন কোন কার্যকর প্রদক্ষেপ নেননি। তাই বারবার সংঘর্ষের মতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের নামে নব্য ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। জিয়াউর রহমান হলে সালমান ও কামাল ছাত্রদলের চিহ্নিত ক্যাডার ছিল। এরাই এখন জিয়া হলে ছাত্রলীগের দাপটশালী কর্মী। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এদের কারণেই জিয়া হলে একাধিকবার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এরা এখন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু গ্রুপের কর্মী। সভাপতি নিজেই এদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মিন্টু (২১১ কক্ষ), মাসুম (২১৩ কক্ষ), হেলাল ছাত্রদলের চিহ্নিত ক্যাডার ছিল। এরাই এখন ছাত্রলীগ করছে। এছাড়া বরিশাল অঞ্চলের এক কর্মী হলের শীর্ষপদ প্রত্যাশী গোপনে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। এই নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখিও হয়েছে। একই সঙ্গে হলের ১০১৫, ১০৫২ কক্ষে থাকে দুই শিবির কর্মী। এরা এখন ছাত্রলীগ কর্মী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। হল দখলে রাখতে এদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির এক সম্পাদক।

জগন্নাথ হলের ছাত্রদল নেতা অসিত, তমাল ও পার্থ এখন ছাত্রলীগ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে অসিত ও তমাল ছাত্রদলের হল কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া হলে সুজন, কনক, রোকন নামে কয়েকজন বহিরাগত নিয়মিত হলে থাকছেন। এদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন হলের ছাত্রলীগ কর্মী উৎপল সাহা। তিনি কয়েক বছর আগে নিজ দলের সুজন নামে এক কর্মীকে মারধর করায় দল থেকে বহিষ্কার হয়েছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির এক শীর্ষ নেতার প্রশ্রয়ে এসব করে যাচ্ছেন বলে সূত্রে জানা গেছে।

স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে হর্তাকর্তা শামীমুর রহমান সুমন। তিনি অতীতে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। বর্তমানে টিপু গ্রুপের কর্মী। এছাড়া হলের ৪র্থ বর্ষের রেদোয়ান, উজ্জল, রাসেল, ৩য় বর্ষের নিরু, আরিফ, ২য় বর্ষের ফারুক, রনি, লিটন, রুবেল ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর মধ্যে রুবেল ও ইমতিয়াজ রাজীবের বিরুদ্ধে ভুয়া ভর্তির অভিযোগ রয়েছে।

স্যার এএফ রহমান হলের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মনসুর আহমেদ রনি, ইসলামের ইতিহাসের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সালাম ছাত্রদলের হল কমিটির সদস্য ছিলেন। এছাড়া তৃতীয় বর্ষের আলমগীর, রাফায়েত, রাফি, রাজু, দ্বিতীয় বর্ষের পলাশ, সোহাগ, শিশির ছাত্রদল কর্মী ছিলেন। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর এরাই এখন ছাত্রলীগের কট্টর কর্মী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এরাই গত জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। এদের প্রশ্রয় দিচ্ছে গত কমিটির এক সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় শাখার এক শীর্ষ নেতা।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে একই অবস্থা। শীর্ষে থাকা কেউ ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষিত শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের এক নেতা শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তিনি এখন ছাত্রলীগ করছেন। ৪৬৭নং কক্ষে নিয়মিত থাকছে রাসেল নামে এক বহিরাগত। সে গত কমিটির এক প্রভাবশালী নেতার ভাগ্নে পরিচয় দিয়ে হলে থাকে। এছাড়া দেলোয়ার হোসেনের ছাত্রত্ব নিয়েও অনেকে অভিযোগ তুলেছে। এসব নেতাদের কেন্দ্রীয় এক শীর্ষ নেতা প্রশ্রয় দেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক রিপন পোদ্দার বলেন, ছাত্রলীগের দুর্বল নেতৃত্বের কারণে, সংগঠনের ভেতর অনুপ্রবেশকারীরা আসতে সাহস পাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া উচিত। একই সঙ্গে প্রয়োজন শুদ্ধি অভিযান। তিনি দলের ভেতর অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে সজাগ থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, কতিপয় অভিযোগ আমাদের কাছেও এসেছে।